International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.33-39
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.004

রাণী রাসমণির জীবনে স্বামী রাজচন্দ্রের প্রভাব

সুকুমার ষন্নিগ্রহী
গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, সিকম স্কিলস বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্রডাঙ্গল, বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.11.2024; Accepted: 25.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Rani Rasmani Devi, a notable social reformer of India, dedicated her life to philanthropic and public welfare activities. A significant influence on her journey was her husband, Rajchandra Das, whose ideology and guidance deeply inspired her. It was under his influence that she embraced the principles of Raja Rammohan Roy and championed the cause of women's education. Her husband's teachings played a pivotal role in shaping her mindset and character, fostering her commitment to social reform. Rani Rasmani's struggles and contributions during the early 19th century remain a source of inspiration for women today. The profound impact of her husband's guidance was central to her actions, as she faithfully followed the path he illuminated throughout her life.

Keywords: Social reform, Life-long, Public welfare, Inspiration, Intellectual formation, Character formation, Guiding light.

মূল আলোচনা : যে কোনো মানুষের ভালো কাজ বা সাফল্যের পিছনে কারোও না কারোও অবদান লক্ষ্য করা যায়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কিম্বা মহাত্মা গান্ধী, সুভাষচন্দ্র বসু সহ প্রত্যেক মহান মানুষের মহৎ কাজের ক্ষেত্রে কোনো না কোনো ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব ছিল। রাণী রাসমণি দেবীর ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। রাণী রাসমণি দেবীর নানা জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মূলে তাঁর স্বামী রাজচন্দ্র দাসের ব্যাপক অবদান রয়েছে। গ্রামের একটি নিম্ন সম্প্রদায় ভুক্ত দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে তাঁর যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিচয় আমরা পাই তার পিছনে স্বামী রাজচন্দ্রের বিশেষ প্রভাব ছিল। সেই বিষয়টি এই প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

রাজচন্দ্র দাস ছিলেন জানবাজারের জমিদার প্রীতিরাম দাসের দ্বিতীয় পুত্র। প্রীতিরাম দাস নিজ উদ্যোগে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জমিদার হন এবং সেই সময়ে তিনি কলকাতা শহরের একজন অন্যতম ধনী ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৮০-র সময়পর্বে তিনি পঁচিশ লক্ষ টাকা খরচ করে বাড়ি নির্মাণ করেন।[১] এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তাঁর অর্থ সম্পদের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রীতিরাম দাসের দুই পুত্র - হরচন্দ্র ও রাজচন্দ্র এবং দুই

কন্যা - দয়াময়ী ও বিশ্বময়ী। হরচন্দ্রের বিয়ে দিয়েছিলেন প্রীতিরাম, কিন্তু সন্তান-সন্ততি হওয়ার আগেই হরচন্দ্রের মৃত্যু হয়। ১৮০২ সালে ছোটো ছেলে রাজচন্দ্রের বিয়ে দেন পীতিরাম, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে রাজচন্দ্রের পত্নী বিয়োগ ঘটে। ১৮০৩ সালে আবার বিয়ের পিড়িতে বসলেন প্রীতিরামের পুত্র রাজচন্দ্র। কিন্তু এবারও একই ঘটনা ঘটল। বিপত্নীক হলেন রাজচন্দ্র।

সবকিছুই মানুষ একদিন কালের নিরিখে ভুলে যায়। প্রীতিরামের পরিবারও সবকিছু ভুলে রাজচন্দ্রের আবার বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় করেন। তবে পরপর দুইবার পত্নী বিয়োগ হওয়ার কারণে রাজচন্দ্র আবার বিয়েতে আগ্রহী নন। তিনি বিবাহ বিমুখ হন। বয়স বৃদ্ধির কারণে তার চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর মতো শিক্ষিত, রুচিশীল, উন্নতমনস্ক যুবক প্রচণ্ডভাবে সমাজ সচেতন ছিলেন। এই সময়ে শুরু হল নবজাগরণের পথপ্রদর্শক রাজা রামমোহন রায়ের ঘুণধরা হিন্দু সমাজের অসংখ্য গোঁড়ামি, কুপ্রথা, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই। তাঁর সতীদাহ, বাল্যবিবাহ রদের বিরুদ্ধে লড়াই, স্ত্রী শিক্ষার প্রসার ইত্যাদি সামাজিক আন্দোলনগুলি সংবেদনশীল শিক্ষিত যুবক রাজচন্দ্রকে নাড়া দিয়েছিল।[২] রাজচন্দ্র কল্যাণমূলক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বংশরক্ষার তাগিদে রাজচন্দ্রের তৃতীয়বার বিয়ে দেওয়ার চিন্তা প্রীতিরামের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে।

কথায় আছে উপরওয়ালা যার জন্য যা বরাত করেছেন তা কেউ কি কেড়ে নিতে পারে? পারে না। একবার মকর সংক্রান্তিতে রাজচন্দ্র ত্রিবেণীতে স্নান করতে গিয়ে রাসমণির অসাধারণ রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হন। এবার রাসমণির সম্বন্ধে একটু জেনে নেওয়া যাক। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ শে সেপ্টেম্বর উত্তর চব্বিশ পরগনার হালিশহরের নিকট কোনা গ্রামে এক দরিদ্র মাহিষ্য কৃষক পরিবারে রাণী রাসমণি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম হরেকৃষ্ণ দাস এবং মাতার নাম রামপ্রিয়া। তাঁরা দুজনেই ছিলেন চরম বৈষ্ণবভবাপন্ন। তাঁদের সংসারে অভাব ছিল নিত্য সঙ্গী। তা সত্ত্বেও তাঁদের পরিবারে দয়া-মায়া-করুণা, সেবাপরায়ণতা, দানশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর সুন্দর সমাবেশ ঘটেছিল। "হরেকৃষ্ণ তাঁর আদরের মেয়েকে 'রাণী' বলে ডাকতেন। রামপ্রিয়া দেবীরও নামটি বেশ পছন্দ হয়। কিন্তু তিনি যেহেতু রাসপূর্ণিমা উৎসবের স্বপ্ন দেখে মেয়ের জন্মলাভের ইঙ্গিত পান সেই কারণে মেয়ের নাম দেন 'রাসমণি'। সেই থেকে মেয়ের নাম হয় রাণী রাসমনি।"[৩]

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল রাজা রাজচন্দ্রের সঙ্গে রাসমণির বিনা আড়ম্বরে বিবাহ হয়। এই সময় রাজচন্দ্রের বয়স ছিল ২১ বছর এবং রাসমণির বয়স ছিল ১১ বছর। প্রকৃতপক্ষেই রাণী রাসমণি ছিলেন সৌভাগ্যবতী কারণ সেই সময়পর্বেও রাণী তাঁর স্বামীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন অবাধ স্বাধীনতা ভোগের সুযোগ। রাসমণি দরিদ্র পরিবারের কন্যা হলেও শ্বশুরবাড়িতে মানিয়ে নিতে তার কোনো অসুবিধা হয়নি। শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে গৃহলক্ষী হিসাবে বরণ করে নিয়েছিল। গরিব পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত মেয়ে বলে তাঁর ইংরেজি শিক্ষিত ধনী স্বামী তাঁকে কোনোদিন অবজ্ঞা করেননি।

রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্রও তাঁর পিতার মতোই দক্ষ ও কর্মকুশলী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার ব্যবসাকে আরও বৃদ্ধি করেন। রাজচন্দ্র অল্পদিনের মধ্যেই রাসমণির বুদ্ধির পরিচয় পান। ব্যবসা পরিচালনা করতে গিয়ে রাজচন্দ্র রাসমণির কাছ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিতেন। রাসমণি শ্বশুরবাড়িতে আসার পর তাঁদের ধনসম্পত্তি আরো বৃদ্ধি পায়। রাজচন্দ্র রাসমণিকে যোগ্য সম্মান দিতেন। অন্য জমিদারদের মতো

পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা দেখাতেন না। রাজচন্দ্র রামমোহন রায়ের খুব ভক্ত ছিলেন। রামমোহন রায়ের সমাজ সংস্কারের অন্যতম বিষয় ছিল নারী শিক্ষা। এই নারী শিক্ষার দিকটি রাজচন্দ্র বেশ ভালোভাবে নিয়েছিলেন। তিনি স্ত্রী রাসমণিকে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহ দান করেন। স্বামীর প্রচেষ্টায় রাসমণি শিক্ষালাভ করেন। রাজচন্দ্র কেবলমাত্র জমিদারি দেখতেন তা নয়, তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারের অন্যতম কাণ্ডারি। তিনি সর্বদা চাইতেন নারীরা সমাজের সামনের সারিতে এগিয়ে আসুক। তিনি সেই আশাটা অনেকটাই স্ত্রী রাসমণির মধ্য দিয়ে পূরণ করেছিলেন। স্ত্রীকে কেবলমাত্র শিক্ষাই দিয়েছিলেন এমন নয়, নিজের জমিদারির বিষয়পত্র, হিসেব নিকেশ, সমাজ সংস্কার আন্দোলন এক কথায় ঘরের বাইরের জগতের সকল বিষয়ই তিনি রাসমণির সঙ্গে আলোচনা করতেন। পরিষ্কার বোঝা যায় যে, রাসমণির চরিত্র ও মানস গঠনে তাঁর স্বামী রাজচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

রাসমণির স্বামী রাজচন্দ্র একজন ব্যক্তিত্বশালী আদর্শ পুরুষ ছিলেন। সেই সময়পর্বের অধিকাংশ জমিদারই প্রজাকে ভালো চোখে দেখত না। বেশিরভাগ সময় অত্যাচার করতো। সেই দিক থেকে রাজচন্দ্র ব্যতিক্রমী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্ববোধের জন্য বেশিরভাগ অভিজাত পরিবার এমনকি ইংরেজরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতো। এ প্রসঙ্গে 'শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকায়' গম্ভীরানন্দ বলেছেন – "রাজচন্দ্র স্বীয় অমায়িকতা, বুদ্ধিমত্তা ও বদান্যতার জন্য তদানীন্তন কলিকাতা সমাজে সুপরিচিত ছিলেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, অক্রুর দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা ছিল। অধিকন্ত লর্ড অকল্যাণ্ড এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অন্যতম অভিজাত অংশীদার জন বেব সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়ছিল।"[৪]

১৮০৪ খ্রিস্টাব্দে রাসমণির সঙ্গে রাজচন্দ্রের বিয়ে হয়। পরপর তাঁদের চারটি কন্যা সন্তান হয়। সেই সময়পর্বে চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও শ্বশুরবাড়িতে রাসমণির কদর একটুও কমেনি বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সেই সময় কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়া সমাজে মারাত্মক অপরাধ হিসেবে গণ্য হতো। সেক্ষেত্রে রাসমণি চার চারটি কন্যা সন্তানের জন্ম দেওয়ার পরেও তাঁর শ্বশুরবাড়িতে প্রচুর পরিমাণ সম্মান ছিল তাতে পরিষ্কার বোঝা যায় তাঁর স্বামী ও তাঁর পরিবার কতটা মহান ছিলেন। রাসমণির শ্বশুরের মৃত্যুর দুই বৎসরের মধ্যে তিনি একটি পুত্র সন্তান জন্ম দেন বাচ্চাটি মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, এই শোকটি রাসমণির পক্ষে তীব্র হয়। স্বামী রাজচন্দ্র তাঁকে শোক কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন।

ভারতবর্ষে শিক্ষা বিস্তারে রাজচন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ওই কলেজ তৈরির সময় রাজচন্দ্র অর্থ সাহায্য করেন। ন্যাশনাল লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠাতেও তিনি অর্থ সাহায্য করেন। ডিস্ট্রিক চ্যারিটেবল সোসাইটির হাসপাতাল তৈরির জন্য তিনি ১৫ হাজার টাকা অনুদান দেন। ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে ৩০ শে মে 'বঙ্গদূত' পত্রিকার খবর – "গত ২৬ শে মে তারিখে কলকাতার এক্সচেঞ্জ ঘরে নূতন এক সাধারণ ব্যাংক স্থাপনের নিমিত্ত এতদ্দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় ভাগ্যবান লোকেরা একত্র হয়েছিলেন সেই ব্যাংক স্থাপনার্থে... (গঠিত) কমিটির অন্তঃপাতী... নীচে লিখিত এতদ্দেশীয় অনেক ভাগ্যবান লোক হইয়াছেন :

শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর
শ্রীযুত বাবু রাধাকৃষ্ণ মিত্র
শ্রীযুত বাবু রাজচন্দ্র রায় (দাস)।"[৫]

উপার্জন এবং জনহিতকর কাজে অর্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় এ যেন রাজচন্দ্রের নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই কারণে কোম্পানি রাজচন্দ্রকে 'রায়' উপাধি দিয়েছিল। পরবর্তীকালে রাসমণি দেবীর যে একাধিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আমরা দেখি তাঁর মূল অনুপ্রেরণা ছিলেন স্বামী রাজচন্দ্র।

রাজচন্দ্র স্ত্রীর ইচ্ছাকেও সম্মান জানিয়ে একাধিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। যেমন ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় একবার ভয়াবহ বন্যা হয়। সেই বন্যায় অসংখ্য মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক মানুষ গৃহহারা হয়ে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ায়। রাসমণির মন ব্যথিত হয়। তিনি স্বামীকে বললেন "আমি মনে করি অতিথি শালার প্রতিটি ঘরের দরজা এখনিই খুলে দেওয়া উচিত। এরা সব আমাদের প্রজা, যতদিন পর্যন্ত ওরা জমিতে লাঙল দিতে না পারবে, ততদিন বিনা খরচায় এখানে বসবাস করবে। রাণীর এই কথা শুনে রাজা সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিলেন।"[৬]

১২৩০ বঙ্গাব্দে রাসমণির পিতা হরেকৃষ্ণ দাস মারা যাওয়ার পর, মৃত পিতার পরলৌকিক কাজ করার জন্য রাসমণিকে গঙ্গায় যেতে হয়। সেই সময়পর্বে গঙ্গা নদীতে নামার তেমন কোনো ঘাট ছিল না। মানুষদের খুব অসুবিধা হতো। এ দেখে রাসমণি দেবী খুব দুঃখ প্রকাশ করেন। স্বামীকে এসে সে দুঃখের কথা বলেন। রাজচন্দ্র স্ত্রীর কথা শুনে তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমতি নিয়ে বহু অর্থব্যয়ে গঙ্গার তীরে ঘাট নির্মাণ করেন। নাম রাখেন 'বাবুঘাট'। এই ঘটনার দুই বছর পর গঙ্গা যাওয়ার যে কাঁচা রাস্তাটি ছিল তা পাকা করেন। এই রাস্তাটি বাবু রোড নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এটি রাসমণি রোড নামে পরিচিত। স্ত্রীর ইচ্ছাকে গুরুত্ব দিয়ে তাঁর এইসব জনহিতকর কর্মসূচি সেই যুগে দাঁড়িয়ে ছিল বিস্ময়কর। এটি তাঁর মহানতার পরিচয় বহন করে।

রাজচন্দ্রের একাধিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির পরিচয় সেই সময়কার পত্রপত্রিকা থেকে আমরা জানতে পারি। যেমন - আহিরীটোলার ঘাট নির্মাণ, বেলেঘাটায় খালের জন্য নিজ জমি সরকারকে দান, ব্যারাকপুরে সাধারণ মানুষদের জলকষ্ট দূর করার জন্য পুকুর নির্মাণ, এছাড়াও একাধিক খাল, দিঘী খনন। ১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ১ জানুয়ারি 'চন্দ্রিকা' পত্রিকা তাঁর বিষয়ে লিখেছেন – "মুমূর্ষু ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল - ইন্ডিয়া গ্যাজেটের দ্বারা অবগত হওয়া গেল যে যে সকল মুমূর্ষু ব্যক্তি গঙ্গাতীরে নীত হয়... এমত ব্যক্তিদের নিমিত কলিকাতাস্থ অতি ধনী ও বদান্য এক ব্যক্তি মনোযোগ করিতেছেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে ঐ বাবু শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাস প্রধান ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা গভর্নমেন্টের নিকটে নিবেদন করিয়াছেন। ...গভর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিয়াছেন... ঐ অট্টালিকা প্রস্তুতার্থ ৬০০০ টাকা ব্যয় হইবে... অতএব বাবু রাজচন্দ্র দাস মুমূর্ষু ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া যেরূপ বদান্যতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি অত্যন্ত প্রশংসনীয়।"[৭] এছাড়াও রামমোহন রায়ের সতীদাহ বিরোধী আন্দোলনেও রামমোহন রাজচন্দ্রকে পাশে পান। এইসব জনহিতকর কার্যে রাজচন্দ্র সব সময় তাঁর সহধর্মিনীকে সঙ্গে রেখেছিলেন। স্বামীর উদার, কুসংস্কার মুক্ত কাজকর্ম রাসমণিকে প্রভাবিত করেছিল।

রাজচন্দ্র দাস একদিকে জনহিতকর কাজকর্ম ও অন্যদিকে অর্থ উপার্জন গাণ্ডীবধারী সব্যসাচীর মতো সমানতালে চালনা করেছেন। তাঁর কাছ থেকে ইংরেজরা টাকা ধার করতেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর বিশেষ দরকারে তাঁর কাছ থেকে দু-লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন - যা রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু পর্যন্ত শোধ করতে পারেননি। এইরকম আরও অনেককেই তিনি টাকা ঋণ হিসেবে দিয়েছিলেন।

১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দের ৯ জুন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজচন্দ্র দাস মারা যান। তাঁর মৃত্যুর খবরে চারিদিকে শোকের ছায়া পড়ে যায়। ১৮৩৬ সালের ১৮ জুন 'বেঙ্গল হরকরা' সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে লেখা হয় – "বাবু রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু - স্বীয় ধন ও বদান্যতাতে অতি খ্যাতাপন্ন বাবু রাজচন্দ্র দাস গত সপ্তাহে হঠাৎ কলিকাতায় লোকান্তরগত হইয়াছেন। আমরা হরকরা পত্র হইতে তদ্বিষয়ক এক প্রস্তাব গ্রহণ করিলাম। তাহার অনুবাদ জ্ঞানান্বেষণপত্র হইতে নীত হইল। চন্দ্রিকাতেও তাঁহার মৃত্যুবিষয়ক বার্তা অতিবাহুল্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু তাহা এতদ্রূপে লিখিত হইয়াছে যে তদ্দ্বারা স্বর্গীয় প্রাপ্ত ব্যক্তির পরিজনের মনঃপিড়া জন্মিতে পারে। উক্ত বাবু স্বীয় ধনের দ্বারা কলিকাতা মহানগরের শোভা ও ধর্ম্মার্থ যেহ কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাতে কলিকাতাস্থ লোকেদের মধ্যে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।"

পূর্বেই বলা হয়েছে, রাজচন্দ্র দাস একদিকে যেমন সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন অন্যদিকে তেমনই প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তি হিসাবে রেখে গেলেন স্বোপার্জিত নগদ ৬৮ লক্ষ টাকা, ৮ লক্ষ টাকা বেঙ্গল ব্যাংকের শেয়ার, ২ লক্ষ টাকা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরকে দেওয়া ঋণ এবং ১ লক্ষ টাকা হুক ডেভিডসন এণ্ড কোম্পানিকে দেওয়া ঋণ। এছাড়া নানা স্থানে স্থাবর-অস্থাবর বিষয় সম্পত্তি, প্রাসাদ প্রভৃতি তো ছিলই। রাজচন্দ্রের কোনো পুত্র না থাকায় তৎকালীন আইন অনুযায়ী বিশাল সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিনী হয়েছিলেন তাঁর পত্নী রাসমণি দেবী। এই অর্থ পরবর্তীকালে রাণীর উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে সহায়তা করেছিল।

রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর খবরে চারিদিকে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। রাজচন্দ্র ছিলেন একাধারে বিত্তবান অন্যদিকে হৃদয়বান। তৎকালীন সময়ে অন্যান্য বিত্তবান মানুষজন যখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত তখন রাজচন্দ্র সাধারণ মানুষের কল্যাণ কার্যে এগিয়ে আসেন। এই মহতী, মানবদরদী মানুষটির মৃত্যু সংবাদে যে আলোড়ন সৃষ্টি করবে তা সহজে অনুমেয়। রাজচন্দ্র ইংরেজি শিক্ষাকে গুরুত্ব দিলেও ইংরেজদের অমানবিক দাপট মেনে নেননি। ইংরেজদের ভালো কাজে তিনি যেমন প্রশংসা ও সাহায্য করেছেন তেমনই মন্দ কাজে বিরোধিতা করেছেন। রাসমণির মধ্যে আমরা পরবর্তীকালে যে ব্রিটিশের অন্যায়ের বিরুদ্ধে একাধিক কার্যক্রম লক্ষ্য করি তার পিছনেও স্বামী রাজচন্দ্রের প্রভাব ছিল।

রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর মহতী কাজের দায়িত্ব তাঁর সুযোগ্যা স্ত্রী রাসমণি নেন। রাজচন্দ্রের মৃত্যুতে রাণী প্রথমে খুব ভেঙে পড়েন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর স্বামীর জমিদারি রক্ষা ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য জমিদারির দায়িত্ব নিজ হাতে নেন। রাণী যতদিন জীবিত ছিলেন সুষ্ঠুভাবে জমিদারি পরিচালনার পাশাপাশি তিনি একাধিক জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তিনি প্রজাদের স্বার্থে সারা জীবন লড়াই করে গেছেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পর্বে দাঁড়িয়ে তাঁর লড়াই বর্তমান দিনে নারীদের অনুপ্রেরণা যোগায়। কিন্তু রাণী রাসমণির এই অবদানের পিছনে তাঁর স্বামী রাজচন্দ্রের বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি তাঁকে সাহায্য না করলে বা স্বাধীনতা না দিলে বা পাশে না থাকলে আমরা যে রাণী রাসমণিকে পেয়েছি - তা হয়তো কখনো পেতাম না।

তথ্যসূত্র:

১. পাঠক, দেবাশিষ, 'রানি রাসমণি এক মহীয়সী নারী', দীপ প্রকাশন, বিধান সরণি, কলকাতা, পুনর্মুদ্রন : আগস্ট ২০১৮, পৃষ্ঠা - ৬৩।

২. দত্ত রায়, মালা, রানী রাসমণি, পারুল প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১৮, পৃষ্ঠা - ১১।

৩. ড. মজুমদার, অখিল, পুণ্যশীলা রানী রাসমণি, গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০২০, পৃষ্ঠা – ২১।

৪. দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত সূত্র-২, পৃষ্ঠা – ১৬।

৫. দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত সূত্র-১, পৃষ্ঠা – ৭১।

৬. সেন, পৃথ্বীরাজ, করুণাময়ী রানী রাসমণি, কামিনী প্রকাশালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : শুভ মহালয়া, ১৪২৪, পৃষ্ঠা – ৩৩-৩৪।

৭. দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত সূত্র-২, পৃষ্ঠা – ২৪,২৫।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. শাহ, অদিতি, "কলকাতার রাণী রাসমণি", ৪ই অক্টোবর ২০১৮

২. মজুমদার, অখিল, "পুন্যলীলা রাসমণি", গিরিজা লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০২০.

৩. দেবী অন্নপূর্ণা প্রণীত রাণী রাসমণি, পলাশী প্রকাশনা, ১৩৭৪

৪. হালদার, অয়ন্তিকা, "নারী সমাজ ও আমরা", এডেনেল প্রেস, জানুয়ারি, ২০২৩

৫. বসু, আর, "নারীবাদ", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১২

৬. ড. ইকবাল সুলতান মহম্মদ "Religious Tourism and its impact on local Economy and Environment : A case study on Dakshineswar and Adyapeath, West Bengal, India"

৭. সরকার, কল্যাণ কুমার, "নারীবাদ, লিঙ্গ রাজনীতি ও নারীর ক্ষমতায়ন।" এডেনেল প্রেস, কলকাতা, ১৪২৫

৮. দেবশর্মা, কালীজীবন, "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণলীলা অভিধান"

৯. শর্মা কাব্য, "রানী রাসমণি দাস : ১৯ শতকের বাংলায় সংস্কার" ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২

১০. কাঁড়ার, গণেশচন্দ্র, "মহাভাব স্বরূপা লোকমাতা রাণী রাসমণি" পতিতপাবন বুক স্টল, কলকাতা

১১. রায়, গোপালচন্দ্র, "রানী রাসমণি", প্রকাশক - গোপীনাথ দাস, দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর

১২. গুপ্ত, জয়তী, জমি আইন ও মেয়েরা, একসাথে, কলকাতা ২০০৫

১৩. তেজসানন্দ, স্বামী, "শ্রীশ্রী মা ও সপ্তসাধিকা রানী রাসমণি প্রসঙ্গ"

১৪. পাঠক দেবাশিষ, রানি রাসমণি এক মহীয়সী নারী, দীপ প্রকাশন।

১৫. মজুমদার দাস, ধনঞ্জয়, "বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস"

১৬. রায়, নির্মলকুমার, "রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত", উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি ২০০২

১৭. মুখোপাধ্যায়, প্রলয়দেব, "রাষ্ট্র ও রাজনীতি তত্ত্ব ও মতবাদী বিতর্ক", বিজয়া পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ২০০৭
১৮. সেন, পৃথ্বীরাজ, "করুণাময়ী রাণী রাসমণি", কামিনী প্রকাশলয়।
১৯. Swaminathan, Padmini, "women and work", Orient Blackswan private limited, 2012.
২০. সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, "লোকমাতা রানী রাসমণি"
২১. চক্রবর্তী বাসবী, "নারী পৃথিবী : বহুস্বর", উর্বী প্রকাশন, নভেম্বর, ২০১১
২২. দেবী, মহামায়া, "করুণাময়ী রাণী রাসমণি" বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, দ্বিতীয় প্রকাশ বৈশাখ ১৩৬৭
২৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, মনিলাল, "দক্ষিণেশ্বর মন্দির", দক্ষিণেশ্বর মন্দির শতবার্ষিকী সংখ্যা।
২৪. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২
২৫. দত্তরায়, মালা, "রাণী রাসমণি", পারুল প্রকাশনী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৮
২৬. চট্টোপাধ্যায়, রত্নাবলী; নিয়োগী গৌতম, "ভারতের ইতিহাসে নারী", কে.পি. বাগচী, কলকাতা, ২০০৯
২৭. সাদাসিউল রত্নাকর, 'রানী রাসমণি' ৭ই জুন ২০২২
২৮. বসু, রাজশ্রী ও চক্রবর্তী, বাসবী (সম্পাদিত), "প্রসঙ্গ মানবীবিদ্যা", উর্বী প্রকাশন, কলকাতা, ২০০৪
২৯. ঘোষ রুচিরা, "রানী রাসমণি : বৃহৎ হৃদয়ের বিদ্রোহী, যিনি সামাজিক অনিষ্টের সাথে লড়াই করেছিলেন" ১৮ অক্টোবর ২০১৭
৩০. চ্যাটার্জ্জী, শুভ্র, "রাসমণি একটি মৃদু দূরের আলো", ১৮ই নভেম্বর ২০০৮
৩১. রায়াপ্তা, শ্রীনিবাস। "রাণী রাসমণি গোঁড়ামি, পিতৃতন্ত্র এবং ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে পরাজিত করা", ২৫শে জুলাই, ২০২১.
৩২. চ্যাটার্জি শিখা, "Sunil Gangopadhyay's Those Days' The Bengal Renaissance Revisited"
৩৩. শ্রীম, "শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকথামৃত", ৫ম ভাগ, ২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ, উদ্বোধন
৩৪. পাত্র, শম্পা, "ভারতীয় নারীর ইতিহাস", এডেনেল প্রেস, এপ্রিল, ২০২৩
৩৫. পাল সঞ্চারী, "রানী রাসমণি : যখন এক বাঙালি বিধবা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে পর্যদুস্ত করেছিলেন"
৩৬. নাথ কুমার সঞ্জীব "একটি স্বপ্নের গল্প : রানী রাসমণি এবং শ্রী রামকৃষ্ণের অলৌকিক ঘটনা" ৪ই মে ২০২৩
৩৭. ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রবন্ধ সংগ্রহ ১, গাঙচিল, কলকাতা, ২০১৪
৩৮. মজুমদার, সুবোধচন্দ্র (সম্পা.), কৃত্তিবাসী রামায়ণ, দেব সাহিত্য কুটির, কলকাতা, ২০১১
৩৯. দত্ত, সোমা, "Conflicts and Contestation at Sustaining a Femnine space at Dakshineswar Kali Temple."